প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১২

‘বছরে ৪৬ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় চুলার ধোঁয়ায়’

নিজস্ব প্রতিবেদক

উন্মুক্ত স্থানে চুলায় রান্না করার কারণে সারা দেশে বছরে ৪৬ হাজার মানুষ মারা যায়। কেরোসিন ও কাঠ পুড়িয়ে রান্নার ফলে চুলা থেকে তৈরি দূষিত ধোঁয়ার কারণে এ মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। গতকাল বুধবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে জাতিসংঘ ফাউন্ডেশনের গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ক্লিন কুক আয়োজিত এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।

কর্মশালায় জানানো হয়, দূষিত ধোঁয়ার কারণে মানুষ ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ ও কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত হয় বেশি। সারা বিশ্বে বছরে এ ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। মূলত, প্রথাগত চুলা ব্যবহারের কারণে দূষিত ধোঁয়া সৃষ্টি হয় উল্লেখ করে কর্মশালায় বলা হয়, আধুনিক পদ্ধতির চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে ধোঁয়াদূষণ দূর করা সম্ভব।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ক্লিন কুকের নির্বাহী পরিচালক রাধা মুখিয়া বলেন, জাতিসংঘ ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে বছরে ৪৬ হাজার মানুষ চুলার ধোঁয়ার কারণে মারা যায়। বিশ্বব্যাপী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে দূষিত ধোঁয়ামুক্ত চুলা সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ ঘরে প্রথাগত চুলা ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের চুলায় জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবহার করা হয়, যা থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া ঘরের মধ্যে দূষণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ ধরনের ধোঁয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

কর্মশালায় ইউএসএইড বাংলাদেশ শাখার মিশন পরিচালক রিচার্ড গ্রিন জানান, ২০১০ সালে ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের উদ্যোগে দূষিত ধোঁয়ামুক্ত চুলার প্রচলন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০ কোটি ঘরে উন্নত মানের চুলার ব্যবহারের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, ব্র্যাকের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ বাবর কবির ও বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ খলীকুজ্জমান আহমদ।